এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

ডিসেম্বর ২০১২

BOOK POST - PRINTED MATTER

গেছো চোর

১৮/১০৫

উত্তরপ্রদেশে জঙ্গল থেকে ২০০ সেগুন গাছ উধাও। ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বনাঞ্চলের বাহরিয়ার চাকিয়া ও রূপধিয়া ডিভিসনে। রাজ্যের বনবিভাগ বলছে এই ক্ষতির পরিমাণ ২০ লাখ টাকার। কিন্তু বাজারদরে তা ৩ কোটি। বন দফতর সরেজমিন তদন্ত করেছে, তদন্ত করে প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সমিতিতে পেশ করেছে।

পাথুরে সংবাদ

১৮/১০৬

বন্দিপোরার ঘন বনে পাথরখাদান। বন্দিপোরা কাশ্মীরে। বন্দিপোরার এই খাদান মালিকরা শাসকদলের ক্ষমতাবানদের পুত্র। বন্দিপোরায় কাশ্মীর সরকার জমি ইজারা দিয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনকে। ইজারার শর্ত ছিল পরিবেশের ক্ষতি না করার, ইজারার শর্ত ছিল বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে ব্যাবসা না করার। খাদান মালিকরা অনুমতি নেয়নি। পাথরখাদানকে কাজ দিয়েছে বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন। অর্গানাইজেশনের এক শীর্ষ নিয়ামক বলেছেন, তিনি এর বিন্দুবিসর্গ জানেন না।

চাঁদের পাহাড় ?

১৮/১০৭

আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমির সত্তর শতাংশ নষ্ট। সেখানকার দুই তৃতীয়াংশ সিংহ নিশ্চিহ্ন। এইসব হয়েছে গত পঞ্চাশ বছরে। ১৯৬০ সালেও সাভানায় ১ লাখ সিংহ। আজ এই সংখ্যা ৩২ হাজার। এইসব বলেছেন মার্কিন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। বলছেন, সিংহ ওই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের ওতপ্রোত অংশ।

কুসংবাদ

১৮/১০৮

বিশ্বের সমস্ত অরণ্য শুকিয়ে যেতে পারে। এর কারণ খরা। বিশ্ব-বিজ্ঞানীদের একটি দল এই কথা বলছে। এই দল পৃথিবীর একাশিটি জায়গা থেকে গাছ নিয়ে খরার প্রভাব পরীক্ষা করেছে। পরীক্ষার জন্য গাছের নমুনা সংখ্যা ২২৬। পরীক্ষা বলছে, সত্তর শতাংশ প্রজাতিই জলের অভাবে মারা যাচ্ছে। এইসব বেরিয়েছে নেচারপত্রে।

ম্যাপ পয়েনটিং

১৮/১০৯

জলবায়ু বদল ও বিপন্নতা নিয়ে এক মানচিত্র আছে। যা থেকে দেশে দেশে এই বদলজনিত বিপন্নতার মাত্রা বোঝা যায়। যার ইংরেজি নাম ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিস্ক অ্যাটলাস। এই মানচিত্রের ২০১৩ সংস্করণ বেরিয়েছে। এই সংস্করণ বলছে, জলবায়ু বদলের ফলে শহরগুলির ক্ষতির তুলনামূলক খতিয়ানে সবার আগে ঢাকা। কলকাতা ৭ নং স্থানে। আর মুম্বই ও দিল্লি আছে আট ও কুড়ি নম্বরে। কম ঝুঁকির শহর থাকল সেন্ট পিটাসবার্গ, প্যারিস, শিকাগো, লন্ডন ও মাদ্রিদ।

বাঙালি ভালুক ?

১৮/১১০

পশ্চিমবঙ্গে ভালুক কমছে। কমছে বেশি সংখ্যায়। উত্তরবঙ্গে ভালুকের আবাসস্থল কমেছে দুশো আশি হেক্টর। দক্ষিণবঙ্গে কমেছে পাঁচ হাজার হেক্টর। পুরুলিয়া বাদে বাকি বাংলায় স্লথ ভালুক বেশি কমেছে। স্লথ ভালুক হল ভালুকের এক প্রজাতি। নভেম্বর ২০১২ ন্যাশনাল বিয়ার অ্যাকশন প্ল্যান প্রসঙ্গে সরকার তরফে এই বৃত্তান্ত এসেছে।

বিদ্যুৎ বনাম বিদ্যুৎ !

১৮/১১১

জনজাতির জন-ক্ষোভে স্তব্ধ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। এই ঘটনা মালয়েশিয়ার। এই ঘটনা মালয়েশিয়ার বোর্নিও দ্বীপের সরোকে। এই প্রকল্পের নাম মারাম। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হিসেবে মারাম মালয়েশিয়ায় এখন অব্দি সর্ববৃহৎ।

এই প্রকল্প হচ্ছে সরোকের প্রাণকেন্দ্রে। এই প্রকল্পের জন্য বাঁধ দেওয়ার কাজ হচ্ছে। বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আশপাশের বসবাসীরা। এই বসবাসীরা পেনান জনজাতির। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০০ পেনান পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত ৯টি গ্রাম। পেনান জনজাতিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের ধরনে খুশি নয় পেনানরা। পেনানরা বলছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি দিতে হবে ৫০০,০০০ রিঙ্গিত, পাউন্ড স্টার্লিং হিসেবে যা ১,১০০। দাবি, পরিবার প্রতি দিতে হবে ২৫ হেক্টর করে জমি, আর গ্রাম প্রতি দিতে হবে ৩০,০০০ হেক্টর। সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার অর্থ, গ্রামোন্নয়নের জন্য তহবিল ও এমন জমি, যা বন্যায় ডোবে না।

ছোট পরিবেশ

১৮/১১২

শিশু -কিশোরের পরিবেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা। বিশ্বের তিনভাগের একভাগ শিশু চায় বেশি বেশি গাছ লাগিয়ে পরিবেশ সুস্থ রাখতে। এর ভেতর ভারতের শিশুও আছে। আমেরিকার অর্ধেকের বেশি শিশু-কিশোর চিন্তিত বাড়তে থাকা দূষণ নিয়ে। আবার আফ্রিকা-এশিয়ার অর্ধেক শিশু-কিশোরের কাছে খরা-প্রাকৃতিক বিপর্যয় পরিবেশের বড় সমস্যা। আফ্রিকা-এশিয়া খরা ও বিপর্যয়ে ভুক্তভোগী। পরিবেশ নিয়ে পৃথিবীর ৪৭টা দেশের শিশু-কিশোরদের ভেতর এক সমীক্ষা হয়েছে। এই ছবি উঠে আসছে সেই সমীক্ষা থেকে।

জলার বদলে ভূমি

১৮/১১৩

গৌহাটি শহরে জলাভূমি ধ্বংস হচ্ছে। ওখানে জলাভূমির আয়তন দিনে দিনে কমছে। জলাভূমি বুজিয়ে ওখানে কলেজ হচ্ছে। হাসপাতাল হচ্ছে, অফিস কাছারি হচ্ছে। ফলে বৃষ্টি হলে গৌহাটি অযথা জলে ভাসছে। গৌহাটিতে অযথা মাসের পর মাস জল জমে থাকছে। এমন হচ্ছে শহরের কেন্দ্রে সরুসোলা ও বোরসোলা বিল ঘিরে। ৪৫ বিঘার সরুসোলা বিল থেকে ইতিমধ্যে ২৫ বিঘা উধাও। আর বোরসোলার ৮৫-৯০ বিঘা থেকে গেছে ২০ বিঘা। অজস্র অভিযোগ সরকারের ঘরে পড়েছে, অজস্র প্রতিশ্রুতি এসেছে, অজস্রবার কোর্ট কাছারি হয়েছে, সরকার দু-একটা পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অবস্থা এখনো সেই তিমিরেই। গৌহাটির সরকারি জেলা আধিকারিকরা চিন্তিত পরের বর্ষা কীভাবে সামাল দেবেন।

ভাসাও !

১৮/১১৪

বিশ্ব নদী দিবসের দাবি। দাবি মরা নদী বাঁচানোর। এই দাবি এক নদী রক্ষা সমন্বয়ের। সমন্বয়ের নাম সাউথ এশিয়া নেটওয়ার্ক ত।ন ড্যামস,রিভার্স এ্যান্ড পিপল ।নদী রক্ষার জন্য নদী বা নদীর বিশেষ এলাকা সংরক্ষণ এলাকার মধ্যে থাকা দরকার। এখন পর্যন্ত সেই পরিমাণ বেশ কম। বন ও পরিবেশ মন্ত্রকও তাই বলছে। সমন্বয়ের মতে, নদী রক্ষায় সরকারের নির্দিষ্ট নদীনীতি বানানো দরকার, দরকার কয়েকটি নদীকে সংরক্ষিত অঞ্চল বলে ঘোষণা করে নদীগুলোয় জলযান নিষিদ্ধ করা।

মুড়িতেও ?

১৮/১১৫

কর্ণাটকে মুড়ি কল বিষ ছড়াচ্ছে। বিষ ছড়াচ্ছে মুড়ি কলের ধোঁয়া। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে কর্ণাটকের ভাসানগর, ভারতি কলোনি, মির্জা ইসমাইল নগর ও আজাদ নগরে। এই চারটিই শহর। এই শহরের আকাশ সদাসর্বদা মিশকালো। মুড়ি কলে জ্বালানি হয় টায়ার পুড়িয়ে। টায়ার পুড়লে সালফার ডাই অক্সাইড তৈরি হয়। সালফার ডাই অক্সাইড মেশা বাতাসে জলীয় বাষ্প মিশলে তার থেকে ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে। ওখানের বাপুজি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিবেশবিদ্যা বিভাগ এইসব এলাকার বাতাস পরীক্ষা করেছে। বাতাসে প্রতি ঘনমিটার ১২০০ মাইক্রোগ্রাম সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার ধরা পড়েছে। আগে এমন সমীক্ষা কর্ণাটক দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদও করেছে। পর্ষদ মুড়ি কলগুলোকে শহরের বাইরে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

পর্ষদ উন্নত ভাটি তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়কে বরাত দিয়েছে। এদিকে সরকার অনেক মিল মালিকের নামের হদিস পাচ্ছে না। যার সংখ্যা ৪৫০ -এর বেশি। সরকার বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে পেরেছে ৪০০ জনকে।

শাপ ! ১৮/১১৬

ভূপালে পানীয় জলে দূষণ। এই দূষণ ভূপালে ইউনিয়ন কারবাইড কারখানার আশপাশ ঘিরে। এমন বলছে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। এই নিয়ে পরীক্ষা হয়নি। সুপ্রিম কোট এই মর্মে নোটিস দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এই মর্মে দুই সপ্তাহের ভেতর উত্তর দিতে বলেছে।

পর্বতারোহণ ১৮/১১৭

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার জৈব বৈচিত্র রক্ষায় সরকারি উদ্যোগ। পশ্চিমঘাটের প্রায় ১০ শতাংশ এখন সংরক্ষিত। আওতায় আছে তিনটি জাতীয় উদ্যান। যথা কর্ণাটকের কুদেরমুখ ও বন্দিপুর তথা কেরলের সাইলেন্ট ভ্যালি। তাছাড়া এর এক্তিয়ারে স্যাংকচুয়ারি, বাঘ ও হাতির আলাদা সংরক্ষিত অঞ্চলও আছে। আর আছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও হিমমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বন ও আর্দ্রপর্ণমোচী বন আছে। এখানে ৩৩২ প্রজাতির প্রজাপতি, ২৮৮ প্রজাতির মাছ, ১৫৬ প্রজাতির উভচর, ২২৫ প্রজাতির সরীসৃপ, ৫০৮ প্রজাতির পাখি ও ১৩৭ প্রজাতির স্তন্যপায়ী ইত্যাদি আছে। এর ভেতর আবার বিপন্ন প্রাণীকুলের সংখ্যাও কম নয়।

মীনিং ১৮/১১৮

উত্তর আমেরিকায় মিষ্টি জলের মাছ লোপ পাচ্ছে। লোপ পাচ্ছে দ্রুতহারে। প্রজাতি লোপের প্রাকৃতিক নিয়মের সময়সীমার নিরিখে ১৯০০ থেকে ২০১০ এই ১০ বছরে এই অবলুপ্তির হার ৮৭৭ গুণ দ্রুত। অনুমান, এই হার আগামী ২০৫০-এর ভেতর এর দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। ১৮৯৮ থেকে ২০০৬ এই ১০৯ বছরের হিসেব বলছে, উত্তর আমেরিকা থেকে মাছের ৩৯টি প্রজাতির ও ১৮টি উপপ্রজাতি হারিয়ে গেছে। বলা হচ্ছে, উক্তর আমেরিকার প্রতি দশটি মাছের প্রজাতির ভেতর ৪টি প্রজাতি বিপন্ন। ২০৫০-এর ভেতর আরো বাড়তি ৫৩-৮৬ প্রজাতি হারিয়ে যেতে পারে। ১৯৮৯-এর প্রথম সমীক্ষার নিরিখে শতকরা হিসেবে এই পরিমাণ ২৫ শতাংশ।

স্থির ১৮/১১৯

ভূমিকম্পের ক্ষতি এড়াতে কম খরচে বাড়ি। এমন নিরীক্ষা পেরুতে। এর জন্য লাগে কিছু ইস্পাতের নল। এই নলগলো দিয়ে আগেই ভেঙে ভেঙে ঘরের কাঠামো বানানো হয়। তারপর ঘর তোলার সময় পরপর লাগিয়ে দেওয়া হয় ফাঁপা ইট। এইভাবে দোতলা বাড়ি অব্দি বানানা হয়েছে। উৎসাহীজন দেখতে পারেন www.enn.com ওয়েবসাইট।

শীতাতপ্ত ! ১৮/১২০

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কারিগরির ব্যবহার বাড়ছে। ব্যবহার বাড়ায় গরম বাড়ছে। এখন অব্দি ঘর ও গাড়িতে এই ব্যবহারের পরিমাণ অর্ধ বিলিয়ন মেট্রিক টন। এইভাবে চললে ২০৫০-এর ভেতর বিদ্যুৎ খরচের পরিমাণ দশগুণ বাড়বে। উষ্ণায়নের ফলে এই কারিগরির ব্যবহার বাড়বে। এমন বলা হয়েছে www.times findia.com এ।

গতি... ১৮/১২১

ইউরোপ নতুন গাড়ি বানাচ্ছে। যা কিনা তিনভাগের একভাগ কার্বন-ডাই -অক্সাইড ছাড়বে। যার লক্ষ্যবর্ষ ২০২০। এই গাড়ি থেকে কিলোমিটারে নির্গত হবে ৯৫ গ্রাম কার্বন-ডাই-অক্সাইড। যা কিনা আগের থেকে ৪০ গ্রাম কম। এই প্রস্তাব এবার ইউরোপ সংসদ সভার অনুমোদন অপেক্ষায়। এর ফলে বছরে ৩০ বিলিয়ন জ্বালানি খরচ কমবে, এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বেড়ে হবে বছরে ১২ বিলিয়ন, তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থান আর ইউরোপ ১৬০ মেট্রিক টন আমদানিকৃত তেল বাঁচাবে।

দক্ষিণ দুয়ার ১৮/১২২

দক্ষিণবঙ্গে ধানজমিতে মাত্রাছাড়া কীটনাশক। পরিমাণে যা দেশের গড়ের অনেকটাই বেশি। এখানকার কৃষক, দফতর-দূরদর্শন-বেতারের প্রচার শোনে না। শোনে স্থানীয় কীটনাশক বিক্রেতার কথা। ফলে দক্ষিণবঙ্গে কীটনাশক ব্যবহারে বিভীষিকা। ফলে নাকি জমির বন্ধুপোকা মরছে, দেশি মাছ লোপ পাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে পাখি। এই সময়ের এক সমীক্ষায় এমন ছবি ধরা পড়েছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

প্রখড় ১৮/১২৩

পাঞ্জাব-হরিয়ানায় ধানজমিতে খড় পোড়ানো নিষিদ্ধ। খড় পোড়ালে কড়া শাস্তি। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ। এই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের পক্ষে এনভায়রনমেন্ট পলিউশন কন্ট্রোল অথরিটির।

এই নিষেধের কারণ সম্প্রতি দিল্লি জুড়ে ভয়ংকর ধোঁয়াশা ছেয়ে যাওয়া। এই খড় পোড়ানোর ধোঁয়াশার প্রভাব শতকরা ২০ ভাগ। বিশেষ করে পাঞ্জাবের জমি থেকে।

স্নেহের ১৮/১২৪

গাড়িঘোড়ার চেয়ে বেশি দূষণ করছে। এমন বলছে অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। পর্ষদ বলছে, এইসব দোকানের খাবার বানানোর সময় চর্বি ও তেল পুড়ে বাতাসে জমা হচ্ছে ভোলাটাইল অর্গানিক কম্পাউন্ড, ধোঁয়ার আশপাশের এলাকায় তৈরি হচ্ছে ধোঁয়াশা। অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এই নিয়ে পদক্ষেপ নিতে চলেছে।

জাঠ জবান ১৮/১২৫

হিমাচলে জাঙ্ক ফুডের প্লাস্টিক প্যাকেট নিষিদ্ধ। সিদ্ধান্ত হিমাচল হাইকোর্টের। নিষেধাদেশ কার্যকারী হবে এপ্রিল ২০১৩ তে। দুধ ও ভোজ্য তেল এই নিষেধের বাইরে। এই আদেশ ২০১০-এ আদালতে তিন অভিযোগ-এর আর্জির ভিত্তিতে।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

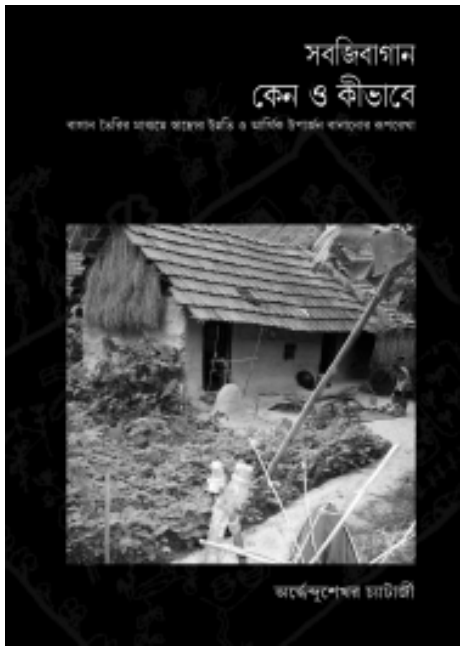

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু